FEB. 1 7 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

টাঙ্গাইলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নমানের বেসরকারী প্রকাশন তালিকাভুক্তির অভিযোগ

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদ-
াতা ।। টাঙ্গাইলে মাধ্যমিক বিদ্যা-
য়ে বোর্ডের বইয়ের সংকটের পাশা-
াশি বেসরকারী সংস্থার প্রকাশিত
ই বাছাই ও পাঠ্য তালিকাভুক্তি-
রণে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ায়
াত্রছাত্রীদের পড়ালেখা শিকায়
ঠার উপক্রম হইয়াছে।

জানা যায়, শিক্ষাবর্ষের দুই
াস অতিক্রান্ত হইলেও মধুপুর,
গাপালপুর, ভুয়াপুর ও ঘাটাইল
পজেলায় দেড় শতাধিক মাধ্যমিক
বদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর
াতে এখনো বোর্ডের বই পৌঁছে
ই। অগত্যা মাধ্যমিক শিক্ষক
মিতির তালিকা মোতাবেক বেসর-
ারী সংস্থার প্রকাশিত আরবী
ীক্ষা, জ্যামিতি শিক্ষা, বাংলা,
ংরেজী ও আরবী ব্যাকরণ, দ্রুত
ঠন, সাধারণ জ্ঞান, এবং গাইড ও
াটবই কিনিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা দায়-
ারাগোছের পড়ালেখা করিতেছে।
ষ্ঠ শ্রেণীতে ১১টি ৭ম, শ্রেণীতে
২টি, ৮ম শ্রেণীতে ১৪টি এবং
ম শ্রেণীতে ১৩টি (বোর্ড বই বাদে)
ধরনের বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত
রা হইয়াছে। ফলে বোর্ডের
সহ ঐ ৪ শ্রেণীতে মোট বইয়ের
খ্যা দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৫,
৬, ২৭ ও ২৮টি করিয়া। অত-
খ্যক বই একজন শিক্ষার্থীর জন্য
াঝা কিনা সমিতি উহা বিবেচনা
রে নাই। অভিভাবকরা অভি-
াগ করেন, বেসরকারী সংস্থার
ঠ্যতালিকাভুক্ত এই অত্যন্ত নিম্ন-
নের। পাতলা নিউজপ্রিন্টের
াখসে বইয়ের পাতা ৩/৪ বার
তাইলেই উহা কুঁচকাইয়া যায়।
ার দামও অবিশ্বাস্য। শরীয়ত-
পুরের শৌলপাড়ার কামরুন না
বুক হাউস প্রকাশিত বই মধু
উপজেলায় পাঠ্যতালিকাভুক্ত
হইয়াছে। ঐ সংস্থার ৬ষ্ঠ শ্রে
৫৮ পৃষ্ঠার দ্রুত পঠনের দাম
হইয়াছে ৪০ টাকা। একইভ
৭ম শ্রেণীর ৫৫ পৃষ্ঠার দ্রুতপঠ
দাম ৪৫ টাকা। ঢাকা হই
প্রকাশিত ৬০/৭০ পৃষ্ঠার এ
ম্যাগাজিনের (যেমন সাপ্তাহিক
বার) মূল্য যেখানে ১০ থেকে
টাকা সেখানে সমানসংখ্যক পৃ
(সাইজে আবার ছোট) এ
দ্রুত পঠনের দাম কি কি
উহার তিনগুণ হয় উহা বোধ
নহে। খোঁজ নিয়া দেখা য
শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ঐসব প্রকা
সংস্থা মাধ্যমিক শিক্ষক সমি
নেতৃবৃন্দের হাতে 'ইনাম' বাবদ
লক্ষ টাকা গছাইয়া দেওয়ায় সহ
ঐ অপকর্ম চালানো সম্ভব হইতে
বইয়ের মূল্য নির্ধারণে বোর্ডের
নীতিমালা থাকিলেও বেসরকা
প্রকাশনা সংস্থাগুলি উহা মানিতে
না। বোর্ড বইয়ের কালোবাজ
এবং বেসরকারী সংস্থার বইয়ের ম
আকাশচুম্বী হওয়ায় ৬ষ্ঠ হইতে ন
শ্রেণী পর্যন্ত পুরা সেট বই ক্রয়ে
থেকে আড়াই হাজার টাকা লা
তেছে। দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের অ
ভাবককরা অত্র টাকায় বই কিনি
হিমশিম খাইলেও প্রকাশনা সংস্থ
ইনামের টাকায় শিক্ষক নেতৃ
চলতি শীতে কক্স বাজার ও কুয়
কাটায় আনন্দে ভ্রমণে যাইতে
বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। এ
পারে শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞা
বাদ করিলে তাহারা মন্তব্য করি
অস্বীকার করে।